৭১

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13 JUL 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

জাতীয় ক্রীড়া নীতি ঘোষণা

৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শরীর চর্চা ও খেলাধুলা বাধ্যতামূলক বিষয়

(স্টাফ রিপোর্টার)

খেলাধুলায় সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের প্রথম ক্রীড়ানীতি ঘোষণা করা হয়েছে।

বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী লেঃ কর্নেল (অবঃ) এইচ এম এ গাফফার বহু প্রতীক্ষিত জাতীয় ক্রীড়া-নীতি ঘোষণা করেন।

মন্ত্রী বলেন, স্কুলের পাঠ্যক্রমে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় বাধ্যতামূলক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিষয়ে একশত নম্বরের একটি

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

বাধ্যতামূলক বিষয়

(প্রথম পৃঃ পর)

ঐচ্ছিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এম আসাফউদ্দৌলাহ, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান কর্নেল ওবায়েদউল্লাহ খান ও জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোর কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, সরকারী পৃষ্ঠ-পোষকতা ও আনুকূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত খেলাধুলাকে তিনটি বিভাগে ভাগ করে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এক নম্বর বিভাগে রয়েছে এথলেটিক্স, সাঁতার, কাবাডী ও ফুটবল; দুই নম্বর বিভাগে রয়েছে ক্রিকেট, হকি, শুটিং, হ্যান্ডবল, টেনিস, ব্যাড-মিন্টন, টেবিলটেনিস ও জিম-ন্যাস্টিকস; তিন নম্বর বিভাগে রয়েছে বাস্কেটবল মুষ্টিযুদ্ধ, শরীর গঠন, সাইক্লিং, জুডো, ভারোত্তোলন ও কুস্তি। এছাড়াও দেশীয় বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয় খেলাধুলাকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে বলে মন্ত্রী জানান।

মন্ত্রী বলেন, উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা ও জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের দায়িত্ব নির্বাচিত কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করা হবে। তবে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহের সভাপতি পদে সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি নিযুক্ত হবেন বলে তিনি জানান।

মন্ত্রী জানান, যে সব স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের খেলার মাঠ নেই তাদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাসজমি বরাদ্দ করা হবে।

কৃতী ক্রীড়াবিদদের জন্য সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে শতকরা পাঁচ ভাগ চাকরির কোটা সংরক্ষিত রাখা হবে বলে মন্ত্রী জানান।

মন্ত্রী বলেন, সারা দেশে ক্রীড়া চর্চার উদ্দেশ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে প্রতিটি গ্রামে অন্ততঃ একটি মাঠ ও একটি পুকুর প্রতি উপজেলায় একটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স, জেলাগুলোয় স্টেডিয়াম, জিমন্যাসিয়াম ও সুইমিং পুল নির্মিত হবে।